=: শব্দশক্তি :=

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লাসে শব্দার্থের স্বরূপ বিচার ও শ্রেণীভেদ করেছেন, তাঁর মতে শব্দ তিনপ্রকার - বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক —

"স্যাদ্বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোঽত্র ব্যঞ্জকস্ত্রিধা",

শব্দের শক্তি তিনপ্রকার — অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, এবং শব্দ প্রতিপাদিত অর্থ তিন প্রকার বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ, কারও কারও মতে তাৎপর্য নামে চতুর্থ একপ্রকার অর্থ আছে, কাজেই তাৎপর্য নামে একপ্রকার বৃত্তিও আছে, এই বৃত্তি কিন্তু শব্দের না বাক্যের,

'বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ স্যুঃ তাৎপর্যাদ্যোঽপি কেষুচিৎ',

কারও কারও মতে তাৎপর্য নামে অর্থও আছে, তাৎপর্যার্থ স্বীকার করেন অভিহিতান্বয়বাদী মীমাংসকেরা, বাক্যার্থ হল তাৎপর্যার্থক, বাক্যস্থ পদগুলি আপন আপন বৃত্তি অনুসারে অর্থগুলি সমর্পণ করে, যেমন - বাচক পদ বোঝায় বাচ্য অর্থ, লাক্ষণিক পদ লক্ষ্য অর্থ এবং ব্যঞ্জক পদ ব্যঙ্গ্য অর্থ, এই অর্থগুলির প্রত্যেকটিই সামান্য স্বরূপে বর্তমান অখণ্ড অবিভাজ্যরূপে এগুলি প্রতিপাদিত, জগতের কোনো বিশেষ বস্তুর সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই, যেমন 'গৌশ্চলতি' বাক্য গৌঃ - পদের অর্থ কখনও পশুত্ব গোসামান্য অথবা রাস্তার যে অংশটিকে দেখিয়ে বলছি, সে গরুটি নয়, তারপর, পদগুলির আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি- তিনটি গুণের বলে পদের অর্থগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বা অন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়, পদের অর্থগুলি অসম্বদ্ধ হতে গিয়ে কোনটি প্রসারিত আবার কোনটি অভিধাশক্তির সংকুচিত হয়, অথবা সামান্যস্বরূপ দূরীভূত হয়, এই অন্বয়টি হল বাক্যের অর্থ অথবা যেটা আছে, অন্বয় প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে পদের অর্থগুলি আপন আপন স্বরূপে (সামান্য - স্বরূপে) থাকছে না, অন্যকে accommodate করতে গিয়ে অভিধাশক্তির বলে সংকুচিত বা প্রসারিত হচ্ছে, এই বলায়, বাক্যের অর্থকে অথবা অন্বয়কে প্রকাশিত করতে আর এক স্বতন্ত্র শক্তি বা বৃত্তি রয়েছে, এই নাম তাৎপর্য।

"তাৎপর্যাখ্যাং বৃত্তিমাহুঃ পদার্থান্বয়বোধনে।
তাৎপর্যার্থং তদর্থং চ বাক্যং তদ্রোধিকে পরে॥"

Scanned with CamScanner

অন্বিতাভিধান সম্বন্ধের অর্থবোধ প্রতিপাদনে 2টি বাদিনে অন্বিতাভিধানবাদিনে, অভিহিতান্বয়বাদী বলেন— শব্দ বা পদ শুধু অর্থকেই প্রকাশ করে এবং অভিধা বৃত্তির সাহায্যেই, সংসর্গ বা সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য তাই তাৎপর্য-নামক বৃত্তির অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নেই। গ্রাম আনয় - বাক্যে 'গ্রাম' পদ অভিধাবৃত্তির দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্বিত গো-কর্ম এবং আনয় ক্রিয়াপদটি গোকর্মকে আনয়নকে বুঝিয়ে দেয়, অনিত পদার্থে পদের শক্তি গ্রহণ করার পক্ষে অন্বিতাভিধানবাদী যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা হল এ রকম: শিশু যখন প্রথম সংকেত গ্রহণ করতে শেখে, তখন ব্যবহার থেকেই শেখে, মা শিশুকে বলেন: 'গরু দেখ' 'ঘোড়া দেখ' কিন্তু গরু ঘোড়া এবং দেখ শব্দের অর্থ কোন যোগ-বিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে, দুই বাক্যে সাধারণ ক্রিয়া দেখ, কিন্তু গরু বলতে দর্শন-ক্রিয়ার বিষয়ীভূত গরুকে বোঝে এবং দেখ বলতে গোকর্মক দর্শনক্রিয়াকেই বোঝে, সুতরাং ব্যবহার থেকেই যখন শক্তিগ্রহ হয়, অন্য জায়গায় অনিত পদার্থেই কর্মই হয় তখন পদমাত্রেরই অনিত পদার্থে শক্তি গ্রহণ করা উচিত। অভিহিতান্বয়বাদীর মতে তাই অভিধাবৃত্তির দ্বারা পদাভিহিত পদার্থকে প্রকাশিত করায় পদার্থের বাক্যার্থ অভিধাবৃত্তির দ্বারাই প্রকাশিত হয়, মানবার্থ প্রয়োজন অভিহিতান্বয়বাদীর অভিধা যথেষ্ট শক্তিশালী, বাক্যের অর্থকে অভিধাই প্রকাশ করে, বাক্যার্থ তাই বাচ্য। পদার্থসমূহই বাক্যার্থ অন্য বাক্যার্থ পদার্থভূত, অপদার্থ নয়, পদার্থ-সমূহের রূপ এবং বাক্যার্থের রূপ একই, সমস্ত পদার্থগুলিই বাক্যার্থ, পদার্থগুলির পারম্পর্যকে অন্বয় বাক্যের অর্থ নয়।

অন্যদিকে বাক্যশব্দের লক্ষণটি হল—

'যত্র সাক্ষাৎ সংকেতিত অর্থস্য অভিধীয়তে সঃ বাচকঃ' — যেসব প্রত্যক্ষজ্ঞান শক্তিগত অর্থকে বুঝায় সেই শব্দ বাচক, অতএব যে শব্দের যে অর্থে শক্তি (সংকেতগ্রহসিদ্ধ) অভিধাবৃত্তির দ্বারা গৃহীত হয় সেটি বাচক, শব্দ (বাচক) এবং অর্থের (বাচ্যের) মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত যে সম্বন্ধ তাই সংকেত, যেমন— 'গরু' শব্দের অর্থ গলকম্বল বিশিষ্ট প্রাণী।

2

Scanned with CamScanner

মানুষের বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় চিরকাল ধরে চুক্তির মাধ্যমে দুটি শব্দ একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই সম্পর্কের কাঠামোকে নাম সংকেত, বৈয়াকরণিক মতে - শব্দ ও সংকেত এর ইচ্ছা নাই অভিন্ন, এমন কি, অর্থবোধ বা শক্তির সঙ্গেও এই সংকেত অভিন্ন, সংকেত মূলত ভাষায় লোকব্যবহার থেকে, তারপর সংকেতের সাহায্যে লাক্ষণিক অর্থ লক্ষ্যার্থ প্রতিপাদিত করে, সংকেতের বিষয় চারপ্রকার —

'সংকেতিত শব্দ ভেদো জাত্যাদির্যাতিরেক বা,'

জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও যদৃচ্ছা/সংজ্ঞা চারপ্রকার অবশ্য কেবল জাতিই সংকেতের বিষয় সম্মত নাগেশ অতিরিক্ত উদ্ধৃত করেছেন —

1) ব্যক্তিশক্তিবাদ বা ব্যক্তিসংকেতবাদ — নব্যনৈয়ায়িক,
2) জাত্যাদিবাদ বা উপাধিবাদ — বৈয়াকরণ,
3) জাতিবাদ — মীমাংসক
4) জাতিবিশিষ্টব্যক্তিবাদ — প্রাচীন নৈয়ায়িক
5) অপোহবাদ — বৌদ্ধ।

— অর্থবোধ —

যে ব্যাপার বা বৃত্তির সাহায্যে মুখ্যার্থ বা সংকেতিত অর্থ প্রকাশিত হয় তার নাম অর্থবোধ।

অ সংকেতিতার্থস্য বোধনাদ্ব্যাপারোঽর্থবোধঃ।

একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থকেই বোঝায় — এটিই হল শব্দটির প্রচলিত সংকেতিত অর্থ, কিন্তু কখনো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মুখেও না — এই শব্দটি কানের ভেতর প্রবেশ করে বোঝায়, এটিই কিনার শব্দের মুখ্য অর্থ, এই অর্থকেই সংকেত করে, তাই যে শক্তির দ্বারা শব্দ সাক্ষাৎভাবে সংকেতিত অর্থকে বোঝায় কিংবা মুখ্যার্থকে বোঝায় তাকে বলে অর্থবোধ-শক্তি বা: এই অর্থবোধ শক্তির সাহায্যে শব্দটির যে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে তাকে অভিধেয় অর্থ বাচ্যার্থ বা শব্দার্থ বলে, শব্দমাত্রই কোন না কোন অর্থকে বোঝায়, যে ব্যাপারের মাধ্যমে অর্থ বোঝায় তাকে শব্দের বৃত্তিও বলে।

সহায়কগ্রন্থপঞ্জী —

1) কাব্যপ্রকাশ - রামসনাতন তর্কাচার্য
2) কাব্যপ্রকাশ - বিশ্বনাথ কবিরাজ

Scanned with CamScanner